বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

তারিখ নির্দ্দেশক পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে।

...াঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ
		7/6			
[illegible]	১৬/৮				

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

বিধবা বিবাহ

(মহাত্মা গান্ধী লিখিত)

'সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা', 'অস্পৃশ্যের মুক্তি' ও

'হিন্দু সংগঠন' প্রণেতা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

তৃতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

১৯, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কলিকাতা।

মূল্য দুই আনা মাত্র।

নিবেদন

'হিন্দী-নবজীবনে' মহাত্মা গান্ধী হিন্দু বিধবা সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তার অনুবাদ 'বিধবা বিবাহ' নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম।

১৯২১ সালের সেনসাস্ বা আদম সুমারী অনুসারে এক বৎসরের কম হইতে ২৫ বৎসর বয়সের হিন্দু বিধবা সমগ্র ভারতে ও বাঙলায় কত ছিল তার হিসাব নীচে দেওয়া গেল।

বিধবার বয়স					ভারতবর্ষ	বাঙলা
এক বৎসরের কম হইতে			১ বৎসর পর্য্যন্ত		৭৫৯	৪৫
১ বৎসর		হইতে	২	„ „	৬১২	২৫
২	„	„	৩	„ „	১৬০০	১২৪
৩	„	„	৪	„ „	৩৪৭৫	৩২৫
৪	„	„	৫	„ „	৮৬৯৩	৯২০
৫	„	„	১০	„ „	১০২২৯৩	৮৭৫১
১০	„	„	১৫	„ „	২৭৯১২৪	৩৬৩২৩
১৫	„	„	২০	„ „	৫১৭৮৯৮	৯৬৪৭০
২০	„	„	২৫	„ „	৯৬৬৬২৭	১৫১০৮৬
মোট ১ বৎসরের কম হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত					১৮,৮১,০৭১	২,৯৪,০৬৯

১৯২১ সালে বাঙলাদেশে মোট হিন্দুনারীর সংখ্যা ছিল ৯৯,৫০,৮২৫, ইহার মধ্যে বিধবা ছিল ২৫,২৮,৮০৩। ঐ সালে ভারতে মোট ২,১২,৫৫,৫৫৪ হিন্দুবিধবা ছিল।

১৯, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা } শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন।

কুমিল্লা অভয় আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত

হিন্দু সংগঠন

মূল্য—১৲ এক টাকা মাত্র

বিখ্যাত **আনন্দবাজার পত্রিকার** ৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৪) তারিখের **সম্পাদকীয় প্রথম প্রবন্ধে** পুস্তক সম্বন্ধে যে গৌরবময় **সমালোচনা** বাহির হইয়াছিল তাহা নীচে দেওয়া হইল।

আজ যদি ভারতের হিন্দুজাতির নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা কিছু থাকে, তবে তাহা 'হিন্দু-সংগঠন'। স্বরাজ আমাদের সকলেরই চরম লক্ষ্য ও পরমকাম্য সন্দেহ নাই এবং স্বরাজ বা স্বাধীনতা না পাইলে এ জাতির পক্ষে ক্রীতদাসের ন্যায় বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব এবং কোনপ্রকারে সম্ভব হইলেও সেরূপ ভাবে বাঁচিয়া থাকার কোন প্রয়োজন নাই। "পরাধীনতা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর"—এ কেবল কবির ভাববিলাস নহে, এই জলন্ত সত্য আমরা আজ সমগ্র জাতি গত সহস্র বৎসর ধরিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি; কিন্তু এই স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ 'হিন্দু-সংগঠন' ভিন্ন অসম্ভব। কথাটায় কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন, হিন্দুনামধারী অ-মুসলমানেরা চমকিত হইয়াও উঠিতে পারেন, কিন্তু তবু ইহা সত্য,—অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য। প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতম, উন্নততম, প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি কেন পরাধীন হইল, কেন বর্ব্বর আরব, তুর্কী, পাঠান ও মোগলদের আক্রমণে তাহারা পর্য্যুদস্ত হইল? ইতিহাস বলে—তাহার প্রধান—এমনকি, একমাত্র কারণ হিন্দুর সঙ্ঘশক্তির অভাব, ছত্রভঙ্গ বিশৃঙ্খল অবস্থা, সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে ঐক্য বা যোগসূত্রের অভাব। এই সবই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুসমাজকে ভিতর হইতে দুর্ব্বল, শক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছিল এবং যখন বাহির হইতে বন্যার জলের ন্যায় মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আরব, তুর্কী, পাঠান, মোগলেরা আসিয়া হিন্দুসমাজকে আঘাত করিল, তখন সে

সংখ্যায় বহু, ধন-সম্পদ-বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, তাহাকে আততায়ী দস্যুদলের চরণে ক্রীতদাসের ন্যায় স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হইল। আর এখন পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত দোষের জন্যই হিন্দুকে পরাধীনতা ভোগ করিতে হইতেছে, নানারূপ অত্যাচার নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে। হিন্দু-জাতিকে যদি স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়, তবে 'সংগঠন' দ্বারা ঐ সমস্ত দোষ বর্জ্জন করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। 'নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

শ্রীযুত বিনয়কৃষ্ণ সেন মহাশয় তাঁহার যুগোপযোগী "হিন্দু সংগঠন" নামক গ্রন্থে এই কথাগুলিই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি একটীও ফাঁকা কথা বা বাজে কথা বলেন নাই। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস হইতে প্রমাণ-পঞ্জী সংগ্রহ করিয়া তিনি অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, কেন হিন্দুজাতির পরাধীনতা—বর্ত্তমান অধোগতি হইল, আর কি উপায়ে সেই পরাধীনতা ও অধোগতির কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সে আবার গৌরবান্বিত উন্নত, স্বাধীন জাতিরূপে জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। ১৩৬ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকের মধ্যে এরূপ বিরাট ব্যাপার আলোচনা করা কঠিন; কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার বাক্‌সংযম ও আত্মসংযমের গুণে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্র চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতা দেখাইবার প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন এবং ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনাবলী হইতে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহ করিয়া পাঠকের উপরেই চিন্তা করিবার ভার দিয়াছেন। এক হিসাবে তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পড়িয়া বর্ত্তমান যুগের হিন্দুরা যদি নিজেদের শোচনীয় দুর্গতি ও ভয়াবহ ভবিষ্যৎ বুঝিয়া আত্মরক্ষার্থ, জাতিরক্ষার্থ প্রবৃত্ত হয়, কার্য্যক্ষেত্রে যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করে, তবেই গ্রন্থকারের

শ্রম সার্থক হইবে। সুতরাং "হিন্দু-সংগঠন" আন্দোলনের পক্ষে এই গ্রন্থ যে খুবই সাহায্য করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কেন হিন্দুদের অধোগতি হইল? ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী মুষ্টিমেয় বৈদেশিকেরা কিরূপে ভারত আক্রমণ ও অধিকার করিল,—যেখানে হিন্দু ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিল না,সে দেশে কিরূপে এত লোক মুসলমান হইয়া গেল, লক্ষ লক্ষ লোক খ্রীষ্টান হইল? গ্রন্থকার প্রামাণিক ইংরেজ ও মুসলমান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন, একদিকে আততায়ীদের বর্ব্বরতা, পরধর্ম্মসহিষ্ণুতার অভাব যেমন তাহার কারণ; অন্যদিকে হিন্দুদের দৌর্ব্বল্য, সঙ্ঘশক্তিহীনতা, সামাজিক ব্যাধি ও বিশৃঙ্খলাও তেমনই তাহার জন্য দায়ী। অষ্টম শতাব্দীতে মহম্মদ বিন কাশিম হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত মুসলমান বিজেতারা কিরূপ ভাবে ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত করিয়াছিল, কাফেরদিগকে জোরপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছিল, নারীহরণ, নারী-নির্য্যাতন, মন্দিরধ্বংস, বিগ্রহচূর্ণ, তীর্থস্থান ধ্বংস প্রভৃতি ধর্ম্মের নামে কিরূপভাবে চালাইয়াছিল; গ্রন্থকার-ধীর-সংযত ভাবে প্রকৃত ঐতিহাসিকের ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পর্টুগীজ বিজেতা-দের আশ্রয়ে জেসুট খৃষ্টানেরাও যে এক সময়ে দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারের নামে এই বর্ব্বর প্রথা অবলম্বন করিয়া বহু হিন্দুকে খৃষ্টান করিয়াছিল, গ্রন্থকার ইতিহাস হইতে তাহাও উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুর অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্য, সঙ্ঘশক্তির অভাব, তাহাদের জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধিই তাহাকে আততায়ীদের কৃপার বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রমাগত প্রবল আঘাতের ফলে অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে হিন্দু

জাতির মধ্যে সংগঠন আন্দোলনের সূচনা হয়। শ্রীচৈতন্য, নানক, রামদাস স্বামী প্রভৃতি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাপাপ দূর করিয়া ভিতর হইতে হিন্দু-সমাজকে সবল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন; অন্যদিক দিয়া রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি হিন্দুর সামরিক শক্তির উদ্বোধন করিয়া, তাহাকে অকুতোভয়, বীর্য্যশালী করিয়া তুলিয়া হিন্দু-জাতিকে মহীয়ান এবং ভারতকে আবার সুপ্রতিষ্ঠ স্বাধীন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

এই দুই আন্দোলনই আজ নিষ্প্রভ; কিন্তু হিন্দু-জাতিকে আত্মরক্ষা করিতে হইতে যুগোপযোগী করিয়া এই দুই আন্দোলনকেই আবার জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির জন্য এবং একশ্রেণীর গুণ্ডা-প্রকৃতির মুসলমান কর্ত্তৃক মধ্যযুগের নারীহরণ, মন্দিরধ্বংস, বিগ্রহচূর্ণ প্রভৃতি বর্ব্বরতা জাগাইয়া তুলিবার ফলে, সেই পুরাতন সমস্যা আজ আবার নিদারুণ হইয়া দেখা দিয়াছে এবং দুর্ব্বল, ছত্রভঙ্গ হিন্দুর পক্ষে শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন অবলম্বন করা জীবন-মরণের সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দু-সমাজের অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্য তাহার সামাজিক ব্যাধি কিসে দূর হয়, গ্রন্থের শেষভাগে প্রধানতঃ তাহাই আলোচিত হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, নারীরক্ষায় অক্ষমতা, বালবিধবার শোচনীয় দুর্দ্দশা হিন্দু-সমাজকে দিন দিন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। এই সমস্ত দোষ বর্জ্জন করিয়া হিন্দু-সমাজকে ব্যাধিমুক্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে এবং সকল বর্ণের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুকে এক মহান্ ঐক্যের পতাকাতলে আহ্বান করিতে হইবে। বহুদিন হইতে এইমত আমরাও প্রচার করিয়া আসিতেছি।

বিধবা বিবাহ

(১) ত্যাগমূর্তি

হিন্দুবিধবা ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যখন আমি পুরুষকে আপনার দুঃখের কথা বলিতে শুনি, তখন বিধবা ভগ্নীর প্রতিমা আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। আপনার দুঃখে পুরুষকে রোদন করিতে দেখিয়া আমার হাসি পায়।

হিন্দুধর্ম্ম সংযমের উচ্চতম কোটিতে পৌঁছিয়াছিল, এবং বৈধব্য ইহার পরিসীমা। পুরুষ আপনার দুঃখ দূর করিয়া লয়। পুরুষের দুঃখের কারণ মূর্খতা। কেবল ধনলোভের জন্যই সে বহুদুঃখ ভোগ করে। কিন্তু বিধবা কি করিবে? আপনার দুঃখের উপর বেচারীর কোনো হাত নাই। তার দুঃখ দূর করার উপায় সে জানে না। কঠোর ধর্ম্ম সে পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অনেক বিধবা দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মানে না। ত্যাগ তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ত্যাগ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়াই তাহাদের পক্ষে দুঃখজনক। দুঃখকেই বিধবারা সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লয়।

এই প্রথা খারাপ নহে, ইহা খুব সুন্দর। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ইহাতে। বৈধব্যকে আমি হিন্দুধর্ম্মের ভূষণ মনে করি। যখন আমি কোনো বিধবা-ভগ্নীকে দেখি, তখন শ্রদ্ধায় আমার মস্তক আপনা হইতে তাঁর চরণে নত হয়। তাঁর দর্শন আমার নিকট অমঙ্গলসূচক নহে। প্রাতঃকালে তাঁর দর্শন পাইলে আমি নিজকে ধন্য মনে করি। বিধবার আশীর্ব্বাদকে আমি মহাপ্রসাদ মনে করি। তাঁহাকে দেখিলে আমি

সব দুঃখ ভুলিয়া যাই। বিধবার সহিত তুলনায় পুরুষ এক প্রকার পামর জীব। বিধবার ধৈর্য্যের অনুকরণ অসম্ভব। প্রাচীনকাল হইতে বিধবারা ত্যাগের যে জলন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে, তার নিকট পুরুষের পুঞ্জীভূত ক্ষণিক ত্যাগের মূল্যই বা কত?

বিধবা আপনার দুঃখের কাহিনী কাহাকে শুনাইবে? যদি সংসারে কাহাকেও সে শুনাইতে পারে, তবে সে তার মা। কিন্তু শুনাইয়াই বা তার লাভ কি? মা তাহার কি করিবে? "ধৈর্য্য ধর" এই কথা বলিয়া মা আপনার গৃহকাজে মনোনিবেশ করিবে। মায়ের ঘরে সে থাকে কই? বিধবা তো শ্বশুরবাড়ীতে থাকে। শ্বাশুড়ীর অত্যাচার পুত্রবধূ জানে। সেবাই বিধবার একমাত্র ধর্ম্ম। দেবর, ভাসুর, শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রভৃতি যাহারা সংসারে থাকে, তাহাদের সকলের সেবা করা তাহার কাজ। এই সেবা করিতে কখনও সে ক্লান্তি বোধ করে না। পরন্তু অধিক সেবা করার জন্য সে ভগবানের নিকট শক্তি প্রার্থনা করে।

যদি এই বিধবা ধর্ম্ম লোপ হয়, যদি কোনো ব্যক্তি অজ্ঞতার বশীভূত হইয়া সেবার সাক্ষাৎ এই প্রতিমূর্ত্তির অবসান করে, তবে হিন্দুধর্ম্মের বড় ক্ষতি হইবে।

এই বৈধব্যকে কিরূপে সুরক্ষিত করা যাইতে পারে? যে মা-বাপ দশ বৎসরের কন্যার বিবাহ দিতেছে, সে বিধবা হইলে বাপ মা কি পুণ্যের কিছু অংশ পাইবে? যে কন্যার আজ বিবাহ হইয়াছে ও আজই যার পতি মরিয়াছে, তাহাকে কি বিধবা কহিব? বৈধব্যের আতি-শয্যকে ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া আমরা কি মহাপাপ করিতেছি না? যদি বৈধব্যকে সুরক্ষিত রাখা দরকার হয়, তবে পুরুষের কর্ত্তব্য কি সে বিচার কি তাহাকে করিতে হইবে না? যাহার মন বিধবা হয় নাই, তার শরীর কি বিধবা থাকিতে পারে? যে বালিকা

বিবাহ-রাত্রে বিধবা হইয়াছে, তাহার মনের অবস্থা কি কেউ জানে? তাহার প্রতি তাহার পিতার কি কর্ত্তব্য? তাহার গলায় ছুরি দিলেই কি বাপ মায়ের কর্ত্তব্য পালন করা হইবে?)

বৈধব্য-জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য হিন্দু সমাজকে সুব্যবস্থিত করার জন্য, আমার মতে, এই সব নিয়ম পালন করা আবশ্যক।

১। কোনো পিতা ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিবেন না।

২। এ পর্য্যন্ত যে সব বালিকার বিবাহ ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে হইয়াছে এবং যে সব কন্যা ১৫ বৎসরের মধ্যে বিধবা হইয়াছে, উহাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা পিতার ধর্ম্ম।

৩। ১৫ বৎসরের বালিকা বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে যদি বিধবা হয়, তবে তাহাকে পুনর্বিবাহের জন্য উৎসাহিত করা পিতা মাতার উচিত।

৪। বিধবার প্রতি প্রত্যেক আত্মীয়স্বজনের ষোল আনা আদর-ভাব রাখা চাই। মাতা-পিতা অথবা শাশুড়ী-শ্বশুরের কর্ত্তব্য, তাহার জ্ঞানবৃদ্ধির বন্দোবস্ত করা।

এই নিয়মগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে এ উদ্দেশ্যে আমি এগুলি তৈরী করি নাই। এগুলি কেবল পথ প্রদর্শক। অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, এই নিয়মগুলি বিধবাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশক।

এই সব অথবা এইরকম নিয়ম কি প্রকারে পালন করা যাইবে? এই রকম ভিন্ন ভিন্ন কাজ হিন্দুসমাজকে করিতে হইবে। পরন্তু যতদিন না সমাজ এইগুলি গ্রহণ করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যে মা

বাপ এই নিয়মের পক্ষপাতী, তাহারা কি করিবে? ' তাহারা জাতি ভাইদের মধ্যে সংস্কারসাধনের চেষ্টা করিবে, এবং সফলতা লাভ না হইলে, সমাজ-বন্ধন-মুক্ত হইয়া বিধবার জন্য যোগ্য বর স্থির করিবে। উভয় পক্ষের লোকদিগকে জাতিবর্জ্জিত হইয়া থাকিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। 'এক ঘরে' হইয়া থাকিবার সময়েও তাহারা জাতি ভাইদের সহিত বিনীত ব্যবহার করিবে, জাতির প্রধান লোকদের মনে কোনো আঘাত লাগে এমন কিছু করিবে না, সত্যাগ্রহ করার চেষ্টা করিবে না, করিলেও এ কথা মনে রাখিবে, নম্রতার সহিত 'একঘরে' হইয়া থাকাও এক প্রকার সত্যাগ্রহ। যদি অনিবার্য্য বোধে কাহাকেও এরূপ বিবাহ করিতে হয়, সংযম রক্ষা যদি ইহার উদ্দেশ্য হয়, যদি এই 'একঘরে' কুটুম্বের ব্যবহার শুদ্ধশান্ত হয়, তবে প্রধান ব্যক্তিরা আপনা হইতে তাহাকে জাতিতে তুলিয়া লইবে; কেবল ইহাই নহে তাহারা সংস্কারকে মানিয়া লইবে এবং অপর ধর্ম্মশীলা বিধবার উপর ভাবী অত্যাচারের মূল নষ্ট করিবে।

একাকী কেহ এইরূপ সংস্কার সাধন করিতে পারিবে না। ইহার বীজ রোপণ করাই যথেষ্ট। ইহা হইতে বৃক্ষের জন্ম না হইয়া পারিবে না।

ইহা তো একটি ছোটখাট সংস্কার। মহান সংস্কার অসম্ভব মনে হওয়াতে এই ছোট সংস্কারের কথা বলিলাম। বিধবা নারীর ন্যায় মৃতদার পুরুষের যদি পুনর্বিবাহ না হইত, তবে খাঁটী সংস্কার হইত। হিন্দু-ধর্ম্মের রহস্য যদি বুঝিয়া থাকি, তবে বলিব কষ্টসাধ্য সংযম শিথিল করা অপেক্ষা সংযমকে জীবনের অংশ করিয়া উহাকে আরও দৃঢ় করা উচিত। যদি স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, পুরুষ বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারে, তবে স্ত্রীর নিকট বৈধব্য তারী কঠোর মনে

হইবে না। অধিকন্তু মৃতদার পুরুষ পুনরায় বিবাহ না করিলে, বর্ত্তমান বেজোড় বিবাহ ও বাল্য-বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে।

একটি বিপদ আছে। উহা হইতে আপনাকে আমি বাঁচাইতে চাই। এক যুক্তি আমি শুনিয়া থাকি—"বৈধব্য সর্ব্বথা উত্তম। বাল-বিধবার সংখ্যা যদি কম হয়, তবে তাহাদিগকে পুনর্বিবাহের জঞ্জালে ফেলিবার আবশ্যকতা কি? আমরা চাই মৃতদার পুরুষ যেন পুনরায় বিবাহ না করে। বাল্যবিবাহকেও আমরা নির্ম্মূল করিতে চাই। এই হেতু কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর পুনর্বিবাহের প্রয়োজন নাই।" এই যুক্তি ভয়ঙ্কর। কারণ, বাস্তবপক্ষে ইহা শব্দজালমাত্র। এই যুক্তি অনেক ইংরেজ বন্ধুর নীচের যুক্তির ন্যায়—

"আপনি তো অহিংসাবাদী। আপনি আমাদিগকেও অহিংসা শিখাইতে চান। অতএব আমরা ইহা চাই যে, কাহারও উপর হিংসা অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে, আপনি যেন তাহাকে না বলেন, হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিরোধ কর।" এই যুক্তির মধ্যে যে ত্রুটী আছে, তাহা জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে আমরা প্রায়ই করিয়া থাকি। এইরূপ যুক্তি প্রদর্শক ইংরেজগণ ভুলিয়া যান যে, যদিও আমি দুই পক্ষকেই অহিংসা ধর্ম্ম শিখাইতে চাই, তথাপি যে লোক অহিংসা ধর্ম্ম শিখিতে অসমর্থ অর্থাৎ ভীরু, তাহার নিকট অহিংসার কথা আমি বলিতে পারি না। দলিত এবং প্রপীড়িত বেত্তিয়ার লোক-দিগকে আমি এ ধর্ম্ম শিখাইতে পারি নাই। উহাদিগকে বলিতে হইয়াছিল, "যদি আপনাদিগকে স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করা অথবা লাঠি লইয়া অত্যাচারীর হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করার সমস্যায় পড়িতে হয়, তবে আপনাদের কি করা উচিত? যদি আপনারা প্রাণ যতক্ষণ দেহে থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ভিকভাবে

অত্যাচারীর উপর কোনো অত্যাচার না করিয়া সত্যাগ্রহ করিতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য লাঠি লইয়া লড়াই করা আপনাদের উচিত। সত্যাগ্রহ ভীরুর ধর্ম্ম নহে। যখন লোকে ভীরুতা ত্যাগ করিয়া বীরত্বের মর্ম্ম বুঝিবে, তখন তাহারা অহিংসা-ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারিবে।

(বিধবা সম্বন্ধে যে শব্দজাল বিস্তার করা হইয়াছে, সেই শব্দজাল পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই, যে পুরুষ স্ত্রী মরিলে অবিবাহিত থাকিতে প্রস্তুত, মাত্র সেই ব্যক্তি এই যুক্তি পেশ করিতে পারে। যে লোক মৃতদার হইলে অবিবাহিত থাকা পছন্দ করে না অথবা পছন্দ করিলেও উহা পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে ব্যক্তি স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষের পুনরায় বিবাহের অপ্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, বৈধব্য প্রথা বজায় রাখিবার পক্ষে এই রকম যুক্তি পেশ করার অধিকার তার নাই।) কোনো ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ যদি দ্বিতীয় পক্ষে ৯ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করে, বালিকা পত্নীর বৈধব্যের প্রশংসা করিয়া আপনার উইলের মধ্যে ঐ হতভাগিনী বাল-বিধবার উদ্দেশে লিখে—"পরমাত্মা না করুন, যদি আমার মৃত্যু আমার পত্নীর পূর্ব্বে হয়, তবে সে যেন বিধবা থাকিয়া আমার ও আমার পরিবারের প্রতি চাহিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখে। এই বালিকাকে বিবাহ করিয়া আমি এই শিক্ষা পাইয়াছি যে, মৃতদার পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ করা উচিত নহে। আমি যদি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ না করিতাম, তবে খুব ভাল হইত। আমি আমার দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতেছি। আর পুরুষের দুর্ব্বলতার দরুণই বৈধব্যের মহিমা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। এইজন্য আমি ইচ্ছা করি যে আমার বালিকা পত্নী আমার মৃত্যুর পর বিধবা থাকিয়া সংযম ধর্ম্মের শোভা

বাড়াইবে।" এইরূপ উইলের ফল ঐ বালিকা অথবা ঐ উইল পাঠকারী অপর কাহারও উপর কি হইতে পারে?

অধর্ম্ম যখন প্রচলিত ধর্ম্মের আশ্রয় লয় অথবা ধর্ম্মের মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন সকলেই চিরকাল তার সমর্থন করে। বালিকা বধূকে কখনও বিধবা বলা যাইতে পারে না। উপযুক্ত সময়ে আপন ইচ্ছায় অথবা সম্মতিতে যার বিবাহ হইয়াছে, যে স্ত্রীপুরুষের ভিতরের সম্বন্ধ কি তা বোঝে, স্বামী মারা গেলে সেই নারীকে বিধবা বলিতে হইবে। কিশোরী বালিকা, যে বালিকা অক্ষতযোনী অথবা মা বাপ যাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে তাহাকে বিধবা বলা যায় না। অতএব বালিকার নামমাত্র বৈধব্যের সমর্থন করা অন্যায়।—
(হিন্দী নবজীবন ১১ই মে, ১৯২৪)

---

(২) শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

১৯১৯ সাল হইতে বাসন্তী দেবীর সহিত আমার পরিচয়। বিশেষ পরিচয় ১৯২১ সালে হয়। বৈধব্যের পরের প্রথম সাক্ষাৎ তাঁহার জামাই বাড়ীতে হয়। তাঁর আশপাশে অনেক ভগ্নী বসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন আমি তাঁহার কামরার সম্মুখে যাইতাম, তখন তিনি উঠিয়া আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিতেন। বৈধব্যকালে আমাকে কি বলিবেন? পুতুলের মত স্তম্ভিতভাবে উপবিষ্ট অনেক

ভগ্নীর ভিতর হইতে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে হইয়াছিল। এক মিনিট তো তাঁহাকে খুঁজিতেই গেল। সিঁথিতে সিন্দুর, কপালে কুঙ্কুম, মুখে পান, হাতে চুড়ী, লেসপেড়ে শাড়ী, হাসিমুখ—ইহার একটি চিহ্ন না দেখিলে আমি বাসন্তী দেবীকে কিরূপে চিনিব? যেখানে তিনি আছেন মনে হইল, সেখানে গিয়া আমি বসিলাম এবং তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। তাকাইয়া থাকা অসহ্য হইল! চেহারা দেখিয়া অবশ্য চেনা গেল। কান্না ঠেকান অসম্ভব হইয়া উঠিল। মনকে পাষান করিয়া আশ্বাস দেওয়া তো দূরের কথা। তাঁহার মুখের সদা-শোভিত হাসি আজ কোথায়? দেবী একটু হাসিলেন। আমার সাহস হইল। আমি বলিলাম, 'আপনি কাঁদিতে পারিবেন না। আপনাকে এখন অনেক কাজ করিতে হইবে।' বীরাঙ্গনা দৃঢ়তার সহিত জবাব দিলেন, "আমি কাঁদিব না। আমার কান্নাই আসিতেছে না।"

হিন্দু বিধবা দুঃখের প্রতিমা। সংসারে দুঃখের ভার তিনি মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। দুঃখই তাঁহার সুখ, দুঃখই তাঁহার ধর্ম্ম।

বাসন্তীদেবী সব রকম জিনিষ খাইতেন। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীতে ৫৬ রকম ব্যঞ্জন তৈয়ারী হইত এবং শত শত লোক সেখানে খাইত। পান ছাড়া তিনি এক মিনিট পর্য্যন্ত থাকিতে পারিতেন না। পানের ডিবা তাঁহার পাশেই থাকিত। এখন বিলাসিতা, পান, মিষ্টান্ন, মৎস্য মাংস ত্যাগ করিয়াছেন। কেবল পতির ধ্যান, পরমাত্মার ধ্যান করিতেছেন।

কত ভগ্নীকে আমি বিলাসিতা কমাইতে অনুরোধ করিয়াছি। অনেককে ব্যসন পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছি। কম ভগ্নী এ সব ছাড়িয়াছেন। পরন্তু যে মুহূর্ত্তে হিন্দু স্ত্রী বিধবা হয়, সেই মুহূর্ত্তে সে

বিলাসব্যসন সাপের খোলসের ন্যায় পরিত্যাগ করে। কাহারও উৎসাহবাক্য অথবা সহায়তা তাঁহার আবশ্যক হয় না। সামাজিক প্রথা, তুমি কি না করিতে পার ?

এই দুঃখ সহ্য করা ধর্ম্ম না অধর্ম্ম ? অন্য ধর্ম্মে তো এরূপ দেখি না। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ভুল করেন নাই। বাসন্তীদেবীকে দেখিয়া ইহাতে কোনো ভুল আছে মনে হয় না ; কিন্তু ইহার মধ্যে ধর্ম্মের পবিত্রভাব দেখিতেছি। বৈধব্য হিন্দুধর্ম্মের শোভা ; বৈধব্য ধর্ম্মের ভূষণ, বৈভব নহে। দুনিয়া ইহাকে ভাল মন্দ যাহা বলে বলুক। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র কোন্ বৈধব্যের স্তুতিগান করে ? ১৫ বৎসরের বালিকা, যে বিবাহ কি জানে না—শাস্ত্র তাহার বৈধব্যের প্রশংসা করে না। বালবিধবার পক্ষে বৈধব্য ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম। মদন নিজে আসিয়াও বাসন্তীদেবীকে প্রলোভন দেখাইতে গেলে ভস্ম হইয়া যাইবে। শিবের ন্যায় বাসন্তী-দেবীর তৃতীয় চক্ষু আছে। পরন্তু ১৫ বৎসরের বালিকা বৈধব্যের মাধুরী কি বুঝিবে ? তার পক্ষে ইহা অত্যাচার। বালবিধবার সংখ্যা-বৃদ্ধিতে আমি হিন্দুধর্ম্মের অবনতি দেখিতেছি। বাসন্তীদেবীর বৈধব্য দেখিয়া মনে হয়, ইহা ধর্ম্মের পোষক। বৈধব্য সব রকমে সব স্থানে সব সময় অনিবার্য্য বিধান নহে। যে স্ত্রী উহা রক্ষা করিতে পারে, ইহা তাহারই পক্ষে ধর্ম্ম।

সামাজিক রীতিনীতির কূপে স[illegible] বেশ, কিন্তু উহাতে ডুবিয়া যাওয়া আত্মহত্যা। নারীর [illegible] সত্য, পুরুষের পক্ষেও তাহা সত্য হওয়া চাই। শ্রীরামচন্দ্র [illegible]ছেন। সতী সীতার বিসর্জ্জনও তিনি সহ্য করিয়াছেন। আ[illegible] বিসর্জ্জনের আগুনে তিনি জ্বলিয়াছেন। যখন সীতা চলিয়া গেলেন, তখন রামচন্দ্রের তেজ কমিয়া গেল। সীতার শরীরকে তিনি ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে

তিনি হৃদয়েশ্বরী করিয়া লইলেন। ঐ দিন হইতে রামচন্দ্র শোভা-সম্পদ ত্যাগ করিলেন। কর্ত্তব্যবোধে দুঃখসত্ত্বে শান্তভাবে রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

বাসন্তীদেবী আজ যাহা সহ্য করিতেছেন, তিনি যে অবস্থায় আপনার বিলাসিতা ত্যাগ করিয়াছেন, যত দিন পর্য্যন্ত পুরুষগণ ইহা না করিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিবে। এই উল্টা আইন ভগবানের দরবারে চলিবে না। হিন্দু পুরুষগণ বর্ত্তমানে এই ঐশ্বরিক নিয়ম উল্টাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীর পক্ষে বৈধব্য কায়েম রাখিয়া আপনাদের জন্য শ্মশানভূমিতেই দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন।

* * * *

কিন্তু এই সাধ্বী বিধবার কি হইবে? বৈধব্য ভাল লাগে, আবার অসহ্যও ঠেকে। সুধন্বা যেন ফুটন্ত তৈলের কড়াইয়ের মধ্যে নাচিতেছিল, আর আমি দূর হইতে তাঁহার দুঃখ কল্পনা করিয়া কাঁদিতেছিলাম। সতী নারী, নিজের দুঃখ তুমি সংবরণ কর। উহা দুঃখ নহে, সুখ। তোমার নাম লইয়া অনেকে পারে গিয়াছে, আরও যাইবে। বাসন্তী-দেবীর জয় হউক।—হিন্দী-নবজীবন, ২রা জুলাই, ১৯২৫।

---

(৩) বলপূর্ব্বক সংযম

কোন বালবিধবা গান্ধীজীর নামে এক করুণাজনক পত্র দিয়াছেন। বালবিধবার দুর্দ্দশা কিরূপ অনুকম্পার যোগ্য, আত্মীয়স্বজন তাহার সহিত কিরূপ দুর্ব্ব্যবহার করে, কিরূপে তাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক সংযম রক্ষা করা হয়, কিরূপে কুলীন বিধবারা দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার শোচনীয় চিত্র ঐ পত্রে আছে। গান্ধীজী পত্রের উত্তরে 'নব-জীবনে' যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নীচে দিলাম—

"এরূপ পত্র আমার নামে প্রায়ই আসিয়া থাকে। কেবল ইহা নহে, আমি যেখানে যেখানে যাই, সেই সেই স্থানে বালবিধবার দশা দেখিয়া থাকি। অসংখ্য ভগ্নীর সমাগম স্থানে আমি যাইয়া থাকি। এ জন্ম তাহাদের দুঃখ আমি বুঝি। তাহাদের দুঃখের যত বেশী বেশী অংশ পুরুষ লইতে পারে, তাহা লইবার জন্ম আমি নিজেকে নারীর মতন তৈয়ারী করিতেছি। কত ভগ্নীর মায়ের স্থান পূর্ণ করার জন্ম চেষ্টা করিতেছি। এ কারণ এই ভগ্নীর দুঃখ আমি পূর্ণভাবে বুঝিয়াছি।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, বালবি[illegible] মত প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোন কিছু দুনিয়ায় না থাকা উচিত। বৈ[illegible]র্ম নহে ; সংযমই তো ধর্ম। বলপ্রয়োগ ও সংযম এ দু[illegible]স্পর-বিরুদ্ধ—একটির দৌলতে মানুষের অধোগতি ও [illegible]তে উন্নতি হয়। (বলপূর্ব্বক পালন করান বৈধব্য পাপ, বে[illegible]পালিত বৈধব্য ধর্ম ও আত্মার শোভা এবং সমাজের পবিত্রতা রক্ষার উপায়স্বরূপ।) ১৫ বৎসরের বালিকা বুঝিয়া সুঝিয়া বৈধব্য পালন করে, এ কথা বলা

মূঢ়তা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। বৈধব্য দুঃখ যে কি, ১৫ বৎসরের বালিকা তা কি বুঝিবে? তাহার বিবাহের জন্য সব রকমে চেষ্টা করাই মাতা পিতার ধর্ম্ম। কুরীতির অধীন হওয়া পামরতা, ইহার বিরোধিতা করা পুরুষার্থ।

যুবতী বিধবাদিগকে আমি কি পরামর্শ দিব? ইহা ভাবিতে গেলে নিজের অক্ষমতা মনে পড়ে। তাঁহাদিগকে বিবাহ করার পরামর্শ দেওয়া সহজ, কিন্তু তাঁহারা কাহাদের সহিত বিবাহিতা হইবেন? পতির খোঁজ কে করিবে? আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছার বাহিরে বিবাহ কে করিবে? পতি খুঁজিলে কোথায় বা পাওয়া যাইবে? (বিজ্ঞাপন দিয়া কি বিবাহ করিবে? বিবাহ কি কোনো সওদার জিনিষ?) যেখানে লোকমত বিরুদ্ধ অথবা উদাসীন, সেখানে বালবিধবার জন্য পতি খোঁজ করা প্রায় অসম্ভব। আর যদি সুযোগ্য পতি না মিলে, তবে যার তার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পরামর্শ আমি কিরূপে দিব?

এই জন্য আমি বালবিধবার মাতা-পিতা তথা পালকের নিকট আমার প্রার্থনা জানাইতেছি। পরন্তু 'নবজীবন' তাহাদের হাতে পৌঁছে কই? ইহাদের অধিকাংশের সহিত নবজীবনের সম্বন্ধ নাই। এইরূপ ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু বিধবাকে আমি এ পরামর্শ দিতে পারি যেন তিনি শান্তভাবে আপন দুঃখ সহ্য করেন। [illegible] যেন আপনার অভিভাবক অথবা অভিভাবিকার সামনে [illegible] খোলাসা করিয়া বলেন ও নিজের সব ইচ্ছা, তাহাকে জানানর ব্যবস্থা করেন। যদি তিনি ইহা না মানেন অথবা না বোঝেন, তবে বিধবা যেন নিশ্চিন্ত থাকেন, আর যদি যোগ্য পতি মিলে, তবে যেন বিবাহ করেন। (এইরূপ পতি পাওয়ার জন্য যে তাবে

দময়ন্তী, সাবিত্রী, পার্ব্বতী প্রভৃতি তপস্যা করিয়াছিলেন, বিধবাও যেন সেইরূপে বর্ত্তমান সময়ের অনুকূল ও এ যুগে যা সম্ভব, সেই তপস্যা করেন। সেই তপস্যা কি?—অভ্যাস। বিধবার মন স্থির রাখার পক্ষে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক তপস্যার অপেক্ষা বড় জিনিষ আর কিছু নাই।) তিনি আপনার সময় চরকা কাটায় ব্যয় করিয়া শারীরিক তপ করিবেন, অক্ষয় জ্ঞানলাভ করিয়া মানসিক তপ করিবেন, আর আত্মশুদ্ধি করিয়া আত্মার সহিত পরিচিত হইয়া আধ্যাত্মিক তপ করিবেন। তাঁহার পালক তাঁহাকে এই তিনটী কাজ হইতে বিরত করিতে সমর্থ হইবেন না। আর যদি তিনি ঠেকাইতে আসেন, তবে কৃতকার্য্য হইবেন না। এই কটি কাজের অধিকার না দিলে, বিধবা অবশ্য সত্যাগ্রহ করিতে পারেন।

জানি, এই উপায়ও কঠিন। তবে কথা এই, সদুপায় মিলা কঠিন ঠেকিলেও, বাস্তবপক্ষে কঠিন নহে। ইহা ভগবানের কথা।

বিধবাদের পালকগণ যদি না বোঝেন, তবে অনুতপ্ত হইবেন। কারণ, আমি সব জায়গায় দুরাচার দেখিতেছি। জবরদস্তীর সাহায্যে বিধবাদিগকে ঠেকাইতে গেলে, বিধবা তাঁর আত্মীয় স্বজন এবং বৈধব্য-ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না। আমি নিজের সামনে এই তিনটি জিনিষ নষ্ট হইতেছে দেখিতেছি।

যে সব পুরুষের আশ্রয়ে বালবিধবা আছে, তাঁহারা বুঝিয়া সুঝিয়া কাজ করুন।—(নবজীবন ১৩ই জুলাই, ১৯২৫)

(৪) বিধবা-বিবাহ

এক বিধবা ভগ্নী লিখিয়াছেন :—

'নবজীবনে' আপনি এবং অপর কেহ কেহ,বিধবার পুনর্বিবাহ দেওয়া যে ভাল এরূপ কথা সময় সময় লিখিয়া থাকেন। আত্মার উন্নতি যাহারা সম্ভব মনে করেন না, তাহারা এরূপ লিখিতে পারেন; কিন্তু আপনি যখন এরূপ লেখেন তখন অন্তরে ভারি চোট লাগে। অন্য দেশের অনুকরণ করিয়া ভারতের অবনতি হইয়াছে। এই অধঃপতন এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই—ইহা কি পূর্ণ করিতে হইবে? অনেকে বলেন লোকের চরিত্র এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিতে হইবে; কিন্তু আমি এ সব কথাকে মানুষের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপায় মাত্র মনে করি। বাসনা রূপ আগুনে ভোগের ঘি ঢালিলে, বাসনা বাড়িবে। ইহা নিভানর ব্যবস্থা দেখিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে বালকবালিকাকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যে, সে আপনার জীবনকে অবস্থার অনুকূল করিয়া চালাইতে শিখে। আপনি হয়তো বলিবেন, ইহাতে বহুত সময় লাগিবে। তবে একথাও ঠিক সমস্ত সমাজ পুনর্বিবাহের সমর্থক নহে। অতএব এই বিষয়ে অনুকূল লোকমত গঠিত হইবার জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করা চলে। যাহাতে সময় ও আত্মার শক্তি নষ্ট হইবে, সেইরূপ সংস্কারেরই বা কি প্রয়োজন? পূতস্বভাবা গার্গী ও মৈত্রেয়ী, ঝাঁসীর রাণী ও চিতোরের পদ্মিনীর জননী এই ভারতমাতা। তাঁহার কন্যার পুনর্বিবাহ দেওয়ার কী দরকার? চরকার দৌলতে এখন ভরণ-পোষণের কোনো চিন্তা নাই। একটি স্ত্রী বিধবা হইলে তো পরিবারের সকলের পূণ্য 'কাঁচিয়া'

যায়। তাহারা বিধবার প্রতি আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে। তাহা না করিয়া বিধবাকে দূর দূর করিয়া ভাগাইয়া দিলে কিরূপে চলিবে? আপনি তো ব্রহ্মচর্য্যে বিশ্বাসী। ভগবান বিধবাদিগকে যে দীক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে তাহারা কেন আদর্শ-সেবিকা হন না? জগতের মা রূপে কেন তাহারা সংসারের দুঃখ হরণ করেন না? আমি এমন কয়েকজন বিধবাকে দেখিয়াছি, যাহারা পাঁচ হইতে সাত বৎসরের মধ্যে বিধবা হইয়াছেন এবং এখন পর্য্যন্ত শান্তি ও সন্তোষের সহিত আত্মীয়-স্বজনকে যথাশক্তি সেবা করিতেছেন।"

লেখিকা বহিনের এই পত্রখানা বেশ সুন্দর; কিন্তু ইহাতে বিধবা-ভগ্নীর প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না। ধর্ম্ম যে কিরূপ বস্তু বাল-বিধবা তা জানে না—বিধবা-ধর্ম্মের কথা সে কিরূপে বুঝিবে? ধর্ম্ম পালনের কথার সাথে আমরা ইহা ধরিয়া লই যে, জ্ঞান নিশ্চয়ই ইহার বুনিয়াদ। সত্য-মিথ্যার কোনো জ্ঞান যার নাই, সেইরূপ বালককে আমরা কিরূপে মিথ্যা বলার জন্য অপরাধী বলিতে পারি? বিবাহ এবং বৈধব্য কি, নয় বৎসরের বালিকা তার কিছুই বোঝে না। যখন সে বিবাহ করে নাই, তখন তাহাকে কিরূপে বিধবা কহিব? তার বিবাহ তো হইয়াছিল—মাতাপিতা এবং সকলে ধরিয়া লয় সে বিধবা হইয়াছে। অর্থাৎ বৈধব্যের জন্য কেনো পুণ্যলাভ হইলে, মাতাপিতার ভাগ্যে তাহা জুটিবে। তাহারা এই বালিকাকে বলি দিয়া পুণ্যের ভাগী হইলেও ইহাতে বালিকার অবস্থা বদলায় না। ধরা যা'ক সেই বালিকার বয়স এখন বিশ বৎসর। বড় হইয়া আশপাশের লোকের কাছে সে শুনিয়াছে, তাহাকে লোকে বিধবা বলে। কিন্তু বিধবা-ধর্ম্ম যে কি সে তাতো বোঝে না। ইহাও আমাদিগকে মানিতে হইবে যে, বিশ বৎসর বয়স হইতে হইতে তার ভিতর স্বাভাবিক বিকার জন্মিয়াছে এবং বৃদ্ধি

পাইয়াছে। এখন ঐ বালার কি করা দরকার? মাতা-পিতার নিকট তো সে মনের ভাবপ্রকাশ করিতে পারে না, কারণ তাহারা সংকল্প করিয়া লইয়াছেন, "আমাদের যুবতী কন্যা বিধবা এবং তাহার বিবাহ দিতে হইবে না।"

ইহা তো এক কল্পিত দৃষ্টান্ত, ভারতে এইরূপে দু একজন নহে, হাজার বিধবা আছে। দেখিয়াছি তাহাদের বৈধব্য হেতু কাহারও কোনো পুণ্যলাভ হয় না। এই যুবতীরা আপনাদের বিকার তৃপ্তির জন্ম অনেক পাপে লিপ্ত হয়। এজন্ম দায়ী কে? আমার মতে তাহাদের মাতা-পিতা এই সব পাপের ভাগী। পরন্তু ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম কলঙ্কিত ও দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। ধর্ম্মের নামে দুর্নীতি বাড়িতেছে। পূর্ব্বে আমার ধারণা এই ভগ্নীর মতন ছিল; কিন্তু এই সব দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ বিবেচনার পর স্থির করিয়াছি যে, যে সব বাল-বিধবা যৌবন প্রাপ্তির পর পুনর্বিবাহ করার ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ও উৎসাহ দেওয়া দরকার। কেবল ইহাতে হইবে না। মাতা-পিতা বিশেষভাবে দেখিয়া শুনিয়া এই বিধবা-বালাদের বিবাহ দিবেন। বর্ত্তমানে তো পুণ্যের নামে পাপের প্রচার হইতেছে।

বাল-বিধবাদের এইরূপে বিবাহ দিলেও হিন্দুধর্ম্ম শুদ্ধ বৈধব্য হেতু নিশ্চয়ই অলঙ্কৃত রহিবে। যে স্ত্রী দাম্পত্য-প্রেম অনুভব করিয়াছে, সে বিধবা হইয়া স্বয়ং পুনর্বিবাহ করিতে যদি না চায়, তবে তাহার সংযম বাহিরের কিছু দিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে না এবং পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই যাহা তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে পারে। তার স্বাধীনতা তো সব সময় সুরক্ষিত থাকিবে।

যেখানে আত্ম-সমর্পণ নাই, সেখানে আত্ম-সমর্পণের আরোপ করা অন্যায়। বাল্য-বিবাহে আত্ম-সমর্পণের কথা উঠিতে পারে না।

সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা ভাবিতে গিয়া, কল্পনাও করিতে পারি না যে, বিধবা হইলে তাঁহারা পুনর্বিবাহ করিতেন। এই প্রকার শুদ্ধ বৈধব্য ছিল রমাবাঈ রাণাডের। বর্ত্তমানে বাসন্তীদেবীর বৈধব্য এইরূপ। এই প্রকার শুদ্ধ বৈধব্য হিন্দু-সমাজের অলঙ্কার; ইহার জন্য হিন্দু-সমাজ পবিত্র হইবে। বাল-বিধবার কল্পিত বৈধব্য হেতু হিন্দু-সমাজ পতিত হইতেছে। প্রৌঢ় বিধবারা আপনাদের বৈধব্য সুশোভিত করার সময় যেন বাল-বিধবাদের বিবাহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং সমাজে ইহার প্রচার করেন। যে সব ভগ্নীর ধারণা পত্র লেখিকার ধারণার ন্যায়, তাহাদের ধারণা বদলান দরকার।

আমি যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি, বালিকাদের দুঃখ তার কারণ নহে—বৈষয়িকতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-বিচার ইহার মূলে আছে। আমি তাহা প্রকাশ করার চেষ্টা এখানে করিয়াছি।

(হিন্দী-নবজীবন—২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬)

---

(৫) বাধ্যতামূলক বৈধব্য

সার গঙ্গারাম ভারতের এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিধবাদের সংখ্যা দিয়া একখানি তালিকা-বহি প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকাগুলি প্রত্যেক সংস্কারকের হাতে থাকা উচিত।

তাহার মতে প্রথমে সামাজিক এবং তার পর অর্থনৈতিক সংস্কার সাধিত হইলে, স্বরাজ বা রাজনৈতিক মুক্তি আসিবে। রাণাডে, গোখেল, চন্দ্রভারকর স্বরাজকে সমাজ-সংস্কারের সমান প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। লোকমান্য তিলকও সমাজ-সংস্কারে কাহারও অপেক্ষা কম উৎসাহী

ছিলেন না। পরন্তু তিনি এবং তাহার পূর্ব্বগামীরা সব রকম সংস্কার এক সাথে হওয়া উচিত বলিতেন। বাস্তবিক, লোকমান্য তিলক এবং গোখেল তো রাজনৈতিক সংস্কারকে অন্য সব রকম সংস্কার অপেক্ষা বেশী আবশ্যক মনে করিতেন। তাহারা বলিতেন রাজনৈতিক গোলামী আমাদের আর সব রকম কাজ করিবার শক্তি নষ্ট করিয়াছে।

রাজনৈতিক মুক্তির অর্থ সার্ব্বজনিক চেতনার জাগৃতি। জাতীয় জীবনের সব বিভাগের উপর ইহার প্রভাব না পড়িয়া পারে না। প্রত্যেক সংস্কারের অর্থই জাগরণ। একবার প্রকৃত জাগরণ হইলে কেবল এক বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া কোনো জাতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। এজন্য সব আন্দোলন এক সাথে চলা চাই।

১৯২১ সালের সেন্সাস অনুসারে ভারতের হিন্দু-বিধবার সংখ্যা :—

০—৫ বৎসর বয়সের	বিধবার সংখ্যা	১১,৮৯২
৫ হইতে ১০ "	"	৮৫,০৩৭
১০ হইতে ১৫ "	"	২৩২,১৪৭
	মোট	৩,২৯,০৭৬

১৯২১ সালের বিধবার সংখ্যা পূর্ব্ব দুইবারের অপেক্ষা অনেক বেশী। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিধবার সংখ্যাও আদম-সুমারীতে আছে। ইহা হইতে আরও বোঝা যায় কি ভীষণ অত্যাচার হিন্দু বাল-বিধবার উপর করা হইতেছে। ধর্ম্মের নামে গো-রক্ষার জন্য আমরা শোরগোল করি, কিন্তু বাল-বিধবারূপী মানুষ-গাভীকে আমরা রক্ষা করিতে পারি না। ধর্ম্মের ভিতর জবরদস্তি দেখিলে আমরা রুষ্ট হই ; অথচ যে সব বালিকা বিবাহ-সংস্কারের অর্থই বোঝে না, সেইরূপ

বাধ্যতামূলক বৈধব্য

তিন লক্ষ বাল-বিধবার উপর ধর্ম্মের নামেই বলপ্রয়োগে বৈধব্য-ধর্ম্ম চাপাই। ছোট ছোট বালিকার উপর বৈধব্য চাপান এক মহাপাপ—ইহার নিদারুণ ফল আমরা সব সময় ভোগ করিতেছি। আমাদের বিবেক-বুদ্ধি যদি সত্যই জাগ্রত হইত, তবে ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে কোনো বালিকার বিবাহ দিতাম না; এবং এই তিন লক্ষ বালিকাকে বিধবা না কহিয়া ঘোষণা করিতাম যে ইহাদের ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহই হয় নাই। এই প্রকার বৈধব্যের বিধান কোনো শাস্ত্রে নাই। যে মহিলা পতিপ্রেম অনুভব করিয়াছে এবং স্বেচ্ছায় বুঝিয়া সুঝিয়া বৈধব্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তার বৈধব্য মহৎ ও সুন্দর, সে যে বাড়ীতে থাকে সেই বাড়ী পবিত্র হয় এবং ইহাতে ধর্ম্মের মহিমাও বাড়ে। ধর্ম্ম অথবা সামাজিক প্রথা দ্বারা চাপান বৈধব্য অসহ্য জোঁয়ালের ন্যায়, ইহার ফলে গুপ্ত পাপে গৃহ অপবিত্র ও ধর্ম্মের অবনতি হয়।

যখন পঞ্চাশ অথবা তার চেয়ে বেশী বয়সের বৃদ্ধ অথবা রুগ্ন লোককে চড়াদামে একের পর আরেক ছোট বালিকাকে কিনিতে দেখি, তখন কি এই বৈধব্য অসহ্য ঠেকে না? যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে হাজার হাজার বিধবা থাকিবে, ততদিন বুঝিতে হইবে, আমরা বারুদঘরের উপর বসিয়া আছি—যে কোন মুহূর্ত্তে বিস্ফোরণ হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। যদি পবিত্র হইতে চাই, যদি হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাই, তবে এই বিষময় বৈধব্যপ্রথা হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। যাহাদের অধীনে বাল-বিধবা আছে, তাহারা যেন পুরো সাহসের সহিত বাল-বিধবাদের যথারীতি সাচ্চা বিবাহ দেন—পুনর্বিবাহ বলিলাম না; কারণ প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বে তাহাদের সাচ্চা বিবাহ হয় নাই।—(হিন্দী-নবজীবন ৫ই আগষ্ট, ১৯২৬)

(৬) নিপীড়িত মানব

কেবল অস্পৃশ্যদের উপর অত্যাচার করা হয় না; হিন্দু-সমাজে কম বয়সের বিধবার উপরও অত্যাচার চলে। কোনো বাঙ্গালী ভদ্র-লোক লিখিয়াছেন :—

"মুসলমানের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষেধ নাই; কিন্তু পুরুষে ৪টি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে; এবং ইহা সত্য যে অনেকের একের বেশী স্ত্রী আছে। কোনো পুরুষ মুসলমান অবিবাহিত থাকে না। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে কি পুরুষকে বহু-বিবাহ করিতে হইবে না?"

"বিধবা-বিবাহ চলতি হইলে নবযুবতী বিধবারা কি লোভ দেখাইয়া যুবকদের সঙ্গে বিবাহিতা হইবে না, এবং অবিবাহিতা বালিকাদের বর্ঢোঁড়া এবং পাওয়া কি অসম্ভব করিয়া তুলিবে না?

"পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে না পারে, তবে বাল-বিধবারা যে পাপ করে অথবা তাহারা যাহা করে বলা হয়, সেই সব পাপ কি অবিবাহিতা বালিকারা করিবে না?

"বিধবা-বিবাহ সমর্থন করার সময় যে পবিত্র গার্হস্থ্যজীবন, প্রেম, পতিব্রত-ধর্ম্ম অথবা এইরূপ অন্য গুণের কথা হিসাবে ধরিতে হইবে, তাহা আমি ইচ্ছা করিয়া আপনাকে বলিলাম না।

বিধবাদের বিবাহ বন্ধ করিবার উৎসাহে পত্র-লেখক অনেক বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন। মুসলমানের একাধিক বিবাহের অধিকার আছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের এক পত্নী আছে। মনে হইতেছে

পত্র-লেখক বোধ হয় জানেন না যে দুর্ভাগ্যবশে হিন্দুদের মধ্যে বহুপত্নীত্ব নিষেধ নাই। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা একাধিক পত্নী বিবাহ করিয়াছেন। অনেক রাজা অসংখ্য নারী বিবাহ করেন। পত্র লেখক ইহাও ভুলিয়াছেন যে কেবল তথা কথিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। নিম্নশ্রেণীর বহুলোকের মধ্যে অবাধে বিধবা-বিবাহ চলে—ইহার পরিণামও খারাপ হয় নাই। যদিও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবার অধিকার তাহাদের আছে, তথাপি তাহারা এক বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

নবযুবতী বিধবারা সব যুবককে আটকাইয়া ফেলিবে এবং কুমারীদের বর মিলিবে না—এই ইঙ্গিতের ভিতর পত্র লেখকের মাত্রা-জ্ঞানের একান্ত অভাব দেখা যাইতেছে। বালিকাদের পবিত্রতার জন্য লেখকের অতিমাত্রায় চিন্তা তাহার অসুস্থ মনের পরিচয় দিতেছে। অল্পসংখ্যক বিধবার পুনর্বিবাহ হইলে, বহুসংখ্যক কুমারী অবিবাহিত থাকিবে না। আর এরূপ সমস্যা কখনও উপস্থিত হইলে, বুঝিতে হইবে আজকালকার বাল্য-বিবাহই এ জন্য দায়ী। বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দেওয়াই এ রোগের ঔষধ।

কচি বয়সের বিধবার প্রেম গার্হস্থ্য-জীবনের পবিত্রতা প্রভৃতির কথা যত কম বলা হয় ততই ভাল।

কিন্তু পত্র-লেখক আমার মতলব বিলকুল বোঝেন নাই। আমি সব বিধবার বিবাহ সমর্থন করি নাই। স্যার গঙ্গারামের সংগৃহীত তালিকার যে সারাংশ এই পত্রিকায় উঠান হইয়াছিল, তাহাতে ১৫ বৎসরের কম বয়সের বিধবার কথা ছিল। এই হতভাগ্য দুঃখিনী বালিকারা পতিব্রত-ধর্ম্মের কিছুই বোঝে না। প্রেম যে কি তাহারা তা জানে না। তাহাদের কোনো বিবাহ হয় নাই বলিলে ঠিক হইত।

বিবাহ যদি কোনো ধর্ম্ম-সংস্কার হয়, বিবাহের পর যদি নূতন জীবনে প্রবেশ করিতে হয়, তবে বেশ বড় হওয়ার পর যেন বালিকাদের বিবাহ হয়। সারাজীবনের সঙ্গী নির্ব্বাচনে তার একটু হাত থাকা চাই এবং যে কাজ সে করিতে যাইতেছে তার ফলাফল সম্বন্ধে যেন তার জ্ঞান থাকে। শিশুর মিলনকে বিবাহ কহিয়া এবং বালিকার নামিক পতির মৃত্যুর পর তার আজীবন বৈধব্যের ব্যবস্থা দিয়া আমরা ভগবানের দরবারে ও মানবজাতির নিকট অপরাধ করিতেছি।

আমার বিশ্বাস আছে সাচ্চা হিন্দু-বিধবা রত্নস্বরূপ। এই বৈধব্য মানবজাতির নিকট হিন্দু-ধর্ম্মের এক দান। রমাবাঈ রাণাডে এইরূপ বিধবা ছিলেন। কিন্তু বাল-বিধবার অস্তিত্ব হিন্দু-ধর্ম্মের কলঙ্ক—দু একজন রমাবাঈর জন্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।—(হিন্দী-নবজীবন আগষ্ট ১৯, ১৯২৬)

---

(৭) বিধবার বিবাহের বয়স

একব্যক্তি গান্ধীজির নিকট এই মর্ম্মে লেখেন, আপনি ১৫ বৎসর বয়সের বালবিধবার পুনর্বিবাহ সমর্থন করেন। ১৬।১৭ হইতে ২০।২২ বৎসর বয়সের বিধবারা আপনার মতে কি করিবে? বিধবা নারীর ন্যায় বিপত্নীক পুরুষেরও পুনর্বিবাহের বয়সের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকার কি দরকার নাই?'

উত্তরে মাহাত্মাজী বলিতেছেন, 'যে মা বাপ কচিমেয়ের বিবাহ দেয়, সেই কন্যা বাল্যাবস্থায় বিধবা হইলে তার বিবাহ দিয়া মা

বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। বেশী বয়সে বিধবা হইলে, কন্যা নিজেই ঠিক করিবে তার পুনর্বিবাহ করা উচিত কি না? এ সম্বন্ধে কি নিয়ম হওয়া উচিত তা যদি কেউ জানিতে চান, তবে বলিব, যে নিয়ম নারীর জন্য হইবে, তাহাই পুরুষের জন্য হওয়া চাই। ৫০ বৎসরের বিপত্নীক যদি পুনর্বিবাহ করিতে পারে, তবে ৫০ বৎসর বয়সের বিধবারও পুনর্বিবাহের অধিকার থাকা চাই। অবশ্য এ কথা স্বতন্ত্র যে, আমার মতে এই বয়সের স্ত্রীপুরুষ কেহ পুনর্বিবাহ করিলে পাপের ভাগী হইবে। হিন্দু আইন সংস্কার করিয়া যদি কেহ ইহা বিধিবদ্ধ করেন যে, যাহারা পরিণত বয়সে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়াছে তাহাদের পুনর্বিবাহ পাপ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তবে আমি তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থ করিব।'—(১৪ই অক্টোবর, ১৯২৬) অন্যত্র গান্ধীজী লিখিয়াছেন, 'আমি ইচ্ছা করিয়া অপরাধের বদলে 'পাপ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। অপরাধ করিলে, সরকারী আইনে সাজা হয়, কিন্তু পাপের সাজা ভগবান প্রত্যেকের অন্তরাত্মাকে দিয়া থাকেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, হিন্দুসমাজ যদি এই মহান আদর্শে পৌঁছিতে পারে, তবে ইহাতে হিন্দুর ও মানবজাতির উপকার হইবে।'—(হিন্দী-নবজীবন, ২৫ নবেম্বর, ১৯২৬)।

---

(৮) আদর্শের অপব্যবহার

এক ব্যক্তি মাহাত্মাজীর নিকট লিখেন, 'মাবাপ যখন কন্যাকে দান করেন তখন তাহাকে, সে ছোট হউক বড় হউক, আর কেহ পুনরায় দান করিতে পারে না; কারণ সে স্বামীর সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রদত্ত স্বামীর অনুমতি ভিন্ন, সে নিজেও পুনর্বিবাহ করিতে পারে না এবং কোনো সনাতনী হিন্দু এরূপ অনুমতি কখনও স্ত্রীকে দিবে না।')

গান্ধীজী উত্তরে লিখিয়াছেন, এই প্রকার যুক্তিকে আমি উচ্চাদর্শের অপব্যবহার বলি। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, পত্র লেখকের উদ্দেশ্য সৎ। ছোট ছোট শিশুর বিবাহে কন্যাদানের কি অর্থ থাকিতে পারে? সম্পত্তির ন্যায় সন্তানের উপর বাপের কোনো অধিকার আছে নাকি? তিনি তাহাদের সংরক্ষক, মালেক নহেন। যখন তিনি কন্যার স্বাধীনতা বিক্রয় করেন, তখন তদ্বির করার অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত হন। আরেক কথা, দান গ্রহণ করার যোগ্যতা যার জন্মে নাই, সেইরূপ শিশুকে কিরূপে দান করা চলে? যেখানে গ্রহণ শক্তির অভাব, সেখানে দান করা চলে না। কন্যাদান প্রথা ধর্ম্মমূলক রহস্যপূর্ণ। আধ্যাত্মিকতার বিকাশই ইহার উদ্দেশ্য। কথায় কথায় ইহার অর্থ করিলে ভাষা ও ধর্ম্মের অবমাননা করা হয়। এই সব কথা বুঝিতে হইলে কিছু উদারতা চাই। এইরূপে পুরাণের কথাকেও লোকে ভুল বুঝিতে পারে—তাহারা ভাবিতে পারে পৃথিবী একখানি থালার উপর অবস্থান করিতেছে; থালাখানি শেষনাগের মাথায় আছে এবং নারায়ণ ক্ষীরসাগরের ভিতর শেষ নাগের উপর আনন্দে শয়ন করিয়া আছেন।

যে মাতাপিতা আপনার কচি মেয়ের বিবাহ কোনো 'বুড়ো' অথবা ১৫।১৬ বৎসরের বালকের সহিত দিয়াছে, ঐ মেয়ে বিধবা হইলে, তার বিবাহ দিয়া মা বাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। এইরূপ বিবাহ প্রথম হইতে রদ করা উচিত।—(ইয়ং ইণ্ডিয়া—১১ নবেম্বর, ১৯২৬)

(৯) বালিকা হত্যা

'নব-জীবনের' এক পাঠক লিখিয়াছেন :—

'আগলে সোমবার' বার বৎসরের এক নির্দ্দোষ বালিকাকে এক বৃদ্ধের নিকট বিবাহ-বেদীতে বলি দেওয়া হবে। বর মহারাজ নাগর ব্রাহ্মণ—বয়স ৫৫ বৎসর। বৎসরের ৩৬৫ দিন ওষুধের দিকে চাহিয়া বাঁচিয়া আছেন। বরের ছেলে মেয়েও আছে। মেয়ের মা-বাপ নাই। আপনি কি কোনো প্রকারে এই বালিকা-হত্যা ঠেকাইতে পারেন না?'

উত্তরে অন্যান্য কথার পর মহাত্মাজী লিখিতেছেন "বিষয়াসক্তি ছাড়া এই বিবাহের আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? ধর্মতো বলে লোকের এক বিবাহই ঠিক। স্বামী মারা গেলে উচ্চজাতির * বালিকা বধূকে সারাজীবন বিধবা থাকিতে হইবে; পরন্তু বুড়া বয়সেও পুরুষ ছোট বালিকাকে বিবাহ করিতে পারে! এ প্রথা দুঃখজনক ও অসহ্য। জাতির পক্ষ হইতে এইরূপ বিবাহ ঠেকান উচিত। সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা এরূপ বিবাহ বন্ধ করা যাইতে পারে।

জাতির মধ্যে যাহারা প্রধান বৃদ্ধ অথবা যুবক, তাহারা সাহস করিলে সমাজে এই শোচনীয় ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশে প্রধানগণ নিজ নিজ ধর্ম্ম ভুলিয়াছেন। দেখা যায়, স্বজাতির রক্ষক না হইয়া তাহারা প্রায়ই ভক্ষক হইতেছেন। সেবাভাব বা পরমার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহারা স্বার্থেরদিকে নজর রাখিয়াছেন। যেখানে

---

* বাঙ্গলার বাহিরে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ (!) শ্রেণীর ভিন্ন প্রায় সকলের মধ্যেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত।

স্বার্থ নাই কিন্তু শুভেচ্ছা আছে, সেখানে সাহস নাই। পরন্তু বিভিন্ন জাতির এবং হিন্দুস্থানের সকল আশা যুবকদের উপর নির্ভর করে। যুবকেরা যদি আপনাদের ধর্ম্ম বোঝে এবং সেই অনুসারে চলে, তবে তাহারা বহুত কাজ করিতে পারিবে। বে-জোড় বিবাহ তো তাহারা অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। এজন্য লোকমত গঠন করিতে হইবে। লোকমত গঠিত হইলে, তার বিরুদ্ধে যাইবার সাহস বুড়োদের থাকিবে না; এবং আপনার মেয়েকে এইরূপে জলে ফেলার সাহসও কোনো বাপের হইবে না।

বৃদ্ধ ও বাল্য-বিবাহ করনেওয়ালা লোক যখন ধর্ম্মরক্ষা গোরক্ষা ও অহিংসার কথা বলে, তখন হাসি পায়। অতি সহজে যে সংস্কার গুলি করা যায়, সেগুলি তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া স্বরাজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলা আকাশ কুসুম ধরার ন্যায় নিষ্ফল। কাহারও অন্তরে স্বরাজ লাভের আগ্রহ আসিবার পূর্ব্বে সাধারণ সমাজ সংস্কারের যোগ্যতা আসিবে। স্বরাজ্য লইবার শক্তি সুস্থ শরীরের লক্ষণ। যার এক অঙ্গ রুগ্ন সে সুস্থ নহে। প্রত্যেক নবযুবক ও দেশ হিতৈষীর এই কথা মনে রাখা আবশ্যক।—(হিন্দী-নবজীবন ৫ই আগষ্ট, ১৯২৬)।

---

(১০) জাতি পাত

জাতি-চ্যুতি রূপ শস্ত্র যখন পবিত্র লোক দ্বারা প্রয়োগ করা হয়, তখন ইহাতে উপকার হয়। নহিলে ইহা নির্জ্জলা হিংসার রূপ ধারণ করিয়া প্রয়োগ কর্ত্তা এবং যাহার বিরুদ্ধে ইহা প্রযুক্ত হয় এই উভয়কে নাশ করিতে থাকে।

আজকাল আমরা কেহ কাহাকেও জাতির বাহির করার যোগ্য নহি। যদি কোনো পিতা দশ বৎসরের বিধবা মেয়ের পুনর্বিবাহ দেয়, তবে কি এই কারণে ঐ বালিকা এবং উহাকে যে বিবাহ করিয়াছে তাহাকে জাতি-চ্যুতি * করা পুণ্যের কাজ? যে লোক দুরাচার করে, প্রকাশ্য ভাবে ব্যভিচার করে, মদ-মাংস খায়, তাহাকে কি কেহ জাতিচ্যুত করে? যে ব্যক্তি বুঝিয়া সুঝিয়া ব্যভিচার করে, তার খোঁজ-খবর কি কেউ লয়?

জাতি-চ্যুতির ফলে নূতন জাতির সৃষ্টি হয়। ইহা অনিষ্টকর। যাহাকে জাতি-চ্যুত করা হয়, তিনি যেন আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করেন, বিবেক বুদ্ধি দ্বারা এই বিষের ক্রিয়া কমাইয়া দেন এবং আপন নীতি অটলভাবে রক্ষা করেন।—(হিন্দী-নবজীবন ৬ই আগষ্ট, ১৯২৫)

---

(১১) বাল্য-বিবাহ ও শাস্ত্রার্থ

ত্যাগ-মূর্ত্তি প্রবন্ধ পড়িয়া এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "আপনি ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়ার বিরোধী। কিন্তু শাস্ত্রে তো আছে স্ত্রী-ধর্ম্ম-প্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া চাই! এই ধর্ম্ম-সঙ্কট হইতে রক্ষার উপায় কি?"

আমার মতে ইহার ভিতর কোনো ধর্ম্মসঙ্কট নাই। যে ব্যক্তি বলে

---

* বাংলা দেশেও এই কারণে লোকে একঘরে হইয়াছে।

শাস্ত্রের নামে প্রচলিত পুস্তকে যা কিছু লেখা আছে তা সাচ্চা এবং তাহাতে কোনো পরিবর্তন হইতে পারে না, তাহাকে পদে পদে ধর্ম-সঙ্কটে পড়িতে হইবে। একই শ্লোকের নানা অর্থ হইতে পারে এবং এই সব অর্থ পরস্পর-বিরোধীও হইয়া থাকে। কত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তো অটল এবং কত শাস্ত্র তো দেশ-কাল ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশ অথবা কালবিশেষের জন্য রচিত। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে ছয়মাস তক সূর্য্য অস্ত যায় না। সেখানে যদি কেহ থাকিতে পারে, তবে সে সন্ধ্যা-বন্দনা কোন্ সময় করিবে? সে স্নানাদির জন্য কি করিবে? মনুস্মৃতিতে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক নিয়ম আছে। বর্ত্তমানে তার একটিও পালন করা হয় না। একথাও ঠিক নহে যে, সব শ্লোক এক ব্যক্তির বা একই সময়ের রচনা। এজন্য যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলিতে চাহে এবং নীতির বন্ধন লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছুক নহে—যে সব নিয়ম নীতি ও সদাচারের বিরুদ্ধ ঠেকে—সে ব্যক্তির তাহা না মানা দরকার। স্বেচ্ছাচার কখনও ধর্ম্ম হইতে পারে না। হিন্দু-ধর্ম্ম কি জানে না যে, সংযমে মর্য্যাদা বাড়ে? যে বালিকার বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে সে কোন্ পথে চলিবে? স্ত্রী-ধর্ম্মের অর্থ কি? যে অবস্থা স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক তাহা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে কেন? ইহার পরে বিবাহ করিলে—এ সংযমের মূল্য বুঝিতে পারি। শাস্ত্রার্থের ফ্যাসাদে পড়িয়া আমরা যেন অত্যাচার না করি। যাহা মোক্ষের দিকে লইয়া যায়, তাহাই শাস্ত্র; যাহাতে সংযম শিক্ষা দেয় তাহাই ধর্ম্ম। অধর্ম্মের ফলে আজ আমরা অসংখ্য বালিকাকে বধ করিতেছি। ইতিহাস এই প্রথার জন্য হিন্দু-পুরুষদের নিন্দা করিবে। ইতিহাসের কথা ভাবার দরকার নাই। বাল্য-বিবাহের কঠোর ফল আমি নিজেই ভোগ করিতেছি। কত হিন্দু যুবক

দুর্ব্বল নিরুদ্যম ও ভয়ভীত। বাল্য-বিবাহই যে ইহার এক প্রধান কারণ, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, মাতাপিতার অল্প বয়সে উৎপন্ন সন্তানের শরীর কোনো উপায়ে দৃঢ় হইতে পারে না। এই ব্যক্তি যাহা লিখিয়াছেন, সৌভাগ্য-বশে তাহা তামাম হিন্দু-জাতি করিতেছে না। এ জন্য হিন্দুরা আপনাদের সব শারীরিক সামর্থ্য খোয়াইয়া বসে নাই। পরন্ত যদি উহাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হইত, তবে হিন্দু-জাতির পৌরুষ লোপ না হইয়া থাকিত না।—হিন্দী-নবজীবন ১৮ই মে, ১৯২৪।

পরিশিষ্ট

বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য ভারতের নানাস্থানে সভা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সার গঙ্গারাম প্রতিষ্ঠিত লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা সব চেয়ে বেশী কাজ করিয়াছে। ইহার শাখা প্রায় সব প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে। ১৯২৭ সালের শাখাসভার সংখ্যা —পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ ৪৩৭; সংযুক্ত প্রদেশ ৯৩; সিন্ধু ১৯; বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা ১৬; মধ্যপ্রদেশ ১৪; রাজপুতানা, মাদ্রাজ এ বোম্বাই প্রত্যেকে ৫; দিল্লী ৩; মোট ৫৯৭। এই সভার চেষ্টায় গত ১২ বৎসরে ৯৫০৬টি বিধবা বিবাহ হইয়াছে। যথা ১৯১৫ সালে—১২; ১৯১৬—১৩; ১৯১৭—৩১; ১৯১৮—৪০, ১৯১৯—৯০; ১৯২০—২২০; ১৯২১—৩১৭; ১৯২২—৪৫৩; ১৯২৩—৮৯২;

১৯২৪—১৬০৩; ১৯২৫—২৬৬৩; ১৯২৬ সালে—৩১৭২। এই ৯৫০৬টি বিবাহের হিসাব জাতি হিসাবে দেওয়া গেল—ব্রাহ্মণ—১৭৩৮; ক্ষত্রিয়—১৬৪৮; আগরওয়ালা—৯৩৫; আরোরা—২০৩৭; কায়স্থ—৩৩১; রাজপুত—৭৪২; শিখ—৬২৮; বিবিধ—১৪৫১। ১৯২৬ সালের বিবাহ প্রদেশ হিসাবে—পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ ২০১৩; সংযুক্ত প্রদেশ—৬১৩; সিন্ধু—২৩০; বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা—২১১; রাজপুতানা—৬৯; মধ্য প্রদেশ—২১; মান্দ্রাজ—৯; বোম্বাই—৬; মোট—৩১৭২। সভার পক্ষ হইতে লাহোর, হরিদ্বার ও মথুরায় তিনটি বিধবা আশ্রম খোলা হইয়াছে। লাহোর সভার পক্ষ হইতে উর্দু 'বিধবা-সহায়ক', হিন্দী-'বিধবা-বন্ধু' ও ইংরেজী 'Widows Cause' নামক মাসিকপত্র বাহির হয়। প্রত্যেক খানির বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

বিধবা বিবাহ সহায়ক সভার ঠিকানা

হেড আফিস	কলিকাতা শাখা
বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভা, লাহোর।	বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভা, মাধোভবন ১১৬।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ,
প্রকাশ প্রেস,
৬৬ নং, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ

১। উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকম্ গতাসুমেতমুপশেষ এহি
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূথ।

অর্থ :—হে নারী, তুমি মৃত পতির নিকট শয়ন করিয়াছ। এখান হইতে উঠিয়া এখন সংসারের দিকে ফিরিয়া চল। যিনি তোমার হাত ধরিয়া তুলিতেছেন তিনি তোমার পুনর্ব্বিবাহেচ্ছু পতি। বর্ত্তমানে তুমি তাহার পত্নী হও।—ঋগ্বেদ—১০, ২, ১৮, ৮।

২। অপশ্যং যুবতিং নীয়মানাং জীবাং মৃতেভ্যঃ পরিনীয়মানাম্
অন্ধেন যৎ তমসা প্রাবৃতাসীৎ প্রোক্তো আপাচীনয়ং
তদেনাম্।

ভাবার্থ—যুবতী বিধবাকে মৃতপতি (পতির ধ্যান) হইতে স্বতন্ত্র করিয়া পুনরায় বিবাহ দিয়া দেখা গিয়াছে, যে পূর্ব্বে (শোক অথবা দুঃখ হেতু) নিরানন্দ ছিল সে এখন সুখী আছে।—অথর্ববেদ—১৮,৩,৩।

৩। যা পূর্ব্বংপতিংবিত্বাহথান্যং বিন্দতেপরং
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বিয়োষতঃ।

অর্থ—যাহার প্রথম স্বামী মরিয়া গিয়াছে, সে যদি আবার বিবাহ করিবার সময় পঞ্চৌদন যজ্ঞ করে [পাঁচজনকে খাওয়ায়] তবে, তাহাদের আর বিচ্ছেদ হইবে না।—অথর্ব বেদ—৯-৩-৫-২৭।

বিবাহে[illegible]মানলোকো ভবতি পুনর্ভূর্বা ঽপরঃ পতিঃ।

অর্থ—এই দ্বিতীয় পতি পুনর্ব্বিবাহিত স্ত্রীর সহিত একই পরলোক-প্রাপ্ত হইবে।—অথর্ব বেদ—৯,৩,৫,২৮।

৫। পাণিগ্রাহে মৃতেবালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা
সাচেদক্ষতযোনিঃস্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

যে বালিকার কেবল মন্ত্রদ্বারা পাণিগ্রহণ-সংস্কার হইয়াছে, যে যদি বিধবা হয় এবং অক্ষতযোনি থাকে, তাহা হইলে তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবে।—বসিষ্ঠ সংহিতা—১৭, ৭৪।

৬। উদ্বাহিতা চ যা কন্যা নসংপ্রাপ্তাচমৈথুনং
ভর্তারং পুনরভ্যেতি যথা কন্যা তথৈব সা।

অর্থ :—বিবাহিত হইবার পরও যে কন্যার সহিত পতির সঙ্গম হয় নাই, তাহার পুনঃ বিবাহ হইতে পারে। কারণ তাহার কন্যাত্ব নষ্ট হয় নাই।—লঘু শাতাতপস্মৃতি।

৭। পূর্ব্বন্নিষেকান্নারীণাং মৃতে পত্যৌ ততঃ পরম্
দশাহাভ্যন্তরে কুর্য্যাদ্বিবাহন্তু পুনঃ পিতা।

অর্থ :—পতি সংসর্গ অথবা গর্ভাধানের পূর্ব্বে নারী বিধবা হইলে পিতা দশ দিবসের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার বিবাহ দিবেন।—চ্যবন।

৮। ভর্ত্রভাবে বয়ঃ স্ত্রীণাং পুনঃপরিণয়ো মতঃ
ন তত্র পাপং নারীণাং অন্যথা তদ্‌গতির্নহি।

অর্থ :—পতির মৃত্যুর পর বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। ইহাতে কোন প্রকার পাপ হয় নাই। ইহার অতিরিক্ত নারীদের জন্য কোন সৎ উপায়ও নাই।—অগস্ত্য।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ

৯। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বকুলযোষিতাম্
পুনর্ব্বিবাহং কুর্ব্বীরন অন্যথা পাপসম্ভবঃ।

অর্থ:—ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের লোক, বিধবা হইলে নিজ নিজ কুলাঙ্গনাদের পুনর্ব্বিবাহ দিবে। এরূপ না করিলে পাপাচার বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব।—জাবালী স্মৃতি।

১০। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে
নারদ-সংহিতা ১২।৯৭। পরাশর-সংহিতা।

অর্থ:—পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মৃত হইলে, সন্ন্যাসী হইলে, ক্লীব বলিয়া স্থির হইলে, কিম্বা পতিত হইলে, এই পঞ্চ প্রকার আপদে স্ত্রীগণ পুনরায় অন্য পতি গ্রহণ করিবে অর্থাৎ বিবাহ করিবে।

১১। অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতাপুনঃ।

অর্থ:—ক্ষতযোনি বা অক্ষতযোনি হউক, বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে তাহাকে পুনর্ভূ বলা যাইবে।—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি—৩,৬৭।

১২। পত্নীনাসে যথা পুংসো ভর্ত্তৃনাশে তথা স্ত্রীয়ঃ
পুনর্ব্বিবাহঃ কর্ত্তব্যঃ কলাবপি যুগে তথা।

অর্থ:—পত্নীর মৃত্যুর পর পুরুষ পুনরায় যেমন বিবাহ করিয়া থাকে, বিধবা হইলে কলিযুগে নারীরও তেমনি পুনরায় বিবাহ করা কর্ত্তব্য।—ঋষি ব্যাঘ্রপাদাচার্য্য।

১৩। অন্যস্যাং যো মনুষ্যঃ স্যাদমনুষ্যঃ স্বয়োষিতি
লভতে সান্যভর্ত্তারমেতৎ কার্য্যং প্রজাপতেঃ।

অর্থ:—যদি পুরুষ নিজ স্ত্রীর সহিত না থাকিয়া অন্য স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহা হইলে সে স্ত্রীও অন্য পতিকে বরণ করিতে পারে। ইহা প্রজাপতি বলিয়াছেন।—নারদ স্মৃতি—১২,১৮।

৩। বিধবাবিবাহে সরকারী আইন

৪৯ বিধবা-বিবাহ এক্ট নং ১৫, সন ১৮৫৬।

১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ বৈধ বলিয়া সরকার যে আইন প্রণয়ন করেন, তার মর্ম নীচে দেওয়া হইল।

ধারা নং ১—হিন্দু বিধবার বিবাহ বৈধ। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইলে সে পৈতৃক সম্পত্তির অনধিকারী হইবে না।

ধারা নং ২—পুনর্ব্বিবাহ হইলে, পূর্ব্বপতির সম্পত্তির উপর বিধবার কোন অধিকার থাকিবে না।

ধারা নং ৩—নাবালক সন্তানযুক্ত বিধবা পুনর্ব্বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, মৃতপতির পিতা, পিতামহ, মাতা, মাতামহ অথবা কোন পুরুষ আত্মীয় নাবালকের উপযুক্ত অভিভাবক নিযুক্ত করার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন।

ধারা নং ৪—নিঃসন্তান বিধবা, মৃতপতির সম্পত্তির সত্ত্ববান নহে।

ধারা নং ৫—পুনর্ব্বিবাহের পূর্ব্বে বিধবার নিজের কিছুতে সত্ত্ব থাকিলে, বিবাহের পরও সত্ত্ব থাকিবে।

ধারা নং ৬—কুমারীর বিবাহ সময়ে যে সব মন্ত্রাদি পড়ান, হইয়া থাকে, বিধবার পুনর্ব্বিবাহের সময়ও সেই সব মন্ত্র পড়াইতে হইবে।

ধারা নং ৭—যাহার পতির সহিত সহবাস হয় নাই, এরূপ নাবালিকা বিধবা অভিভাবকের অনুমতি ভিন্ন পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে না। এই নিয়ম না মানিলে এক বৎসরের কারাবাস জরিমানা অথবা উভয়ই হইতে পারে। এই বিবাহ নাকচ হইবে।

পতি পত্নীর সহবাসের পর, সে নাবালিকা থাকিবে না, এবং তাহার নিজ স্বীকৃতি অনুসারে পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারিবে।

ধারা নং ৮—নাবালিকা বিধবা, পিতার বিনা অনুমতিতে, পিতার অভাবে পিতামহের, পিতামহের অভাবে মাতার, মাতার অভাবে জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতার, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অভাবে অন্য কোন নিকটতম পুরুষ আত্মীয়ের অনুমতি বিনা পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারিবে না। জানিয়া শুনিয়া ইহার বিরুদ্ধে কাজ করিলে দণ্ড জরিমানা ও জেল হইতে পারে।

সাবালিকা বিধবা নিজ ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারে।

৪। প্রশ্নোত্তর

১। বিধবা-বিবাহের সময় কোন্ মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইবে?—পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ যেমন প্রথম বিবাহের বৈদিক মন্ত্রদ্বারাই সম্পন্ন হয়, তেমনি স্ত্রীদিগেরও দ্বিতীয়বার বিবাহ সেই মন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে।

২। পিতা যখন কন্যাকে একবার দান করিয়াছেন, তখন বিধবা হইলে সেই কন্যাকে আবার কিরূপে দান করা চলে?—বিবাহের কন্যা-দান গরুবাছুর ঘটীবাটী দানের মত নহে। ইহা আধ্যাত্মিক দান। শাস্ত্রে আছে পিতার অনুমতিক্রমে কন্যার ভ্রাতা, মাতামহ, মাতুল, জ্ঞাতি বান্ধব কন্যা দান করিতে পারে। সকলের অভাবে মাতা এবং তিনি উন্মাদিনী হইলে স্বজাতীয়েরা কন্যাদান করিবে। দেখা যাইতেছে যাহার কোনো স্বত্ব নাই, তাহারাও কন্যাদান করিতেছে। সাবালিকা কন্যা নিজের ইচ্ছায়, যাহার ইচ্ছা তাহার সহিত বিবাহিতা হইতে পারে—বিধবা হইলেও সে ইচ্ছামত অন্যের সহিত বিবাহিতা হইতে পারে। এই সব ব্যাপার আইন সঙ্গত। বিবাহের সময় স্বামীকে পালন স্বত্ব দেওয়া হয়, স্বামী মরিলে কন্যাকে অন্যের নিকট দান করা অশাস্ত্রীয় অথবা অযৌক্তিক নহে।

৩। বিধবা বিবাহের সময় কন্যার কি গোত্র হইবে?—গোত্র শব্দের অর্থ বংশ। বংশের আদিপুরুষের পরিচয় দেওয়াই বিবাহের

সময়কার গোত্র উল্লেখের উদ্দেশ্য ; অতএব দ্বিতীয়বার বিবাহকালেও প্রথম বিবাহের ন্যায় পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিতে হইবে। কন্যা যে গোত্রে জন্মিয়াছে, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার সেই গোত্র থাকিবে।

৫। ভাববার কথা

১৯২১ সালে ভারতে হিন্দুস্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা হাজারকরা ৫৬ কম ছিল। ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে সমগ্র ভারতে হিন্দু কমিয়াছে হাজারকরা ৪ জন, আর মুসলমান বাড়িয়াছে ৫১ জন। ১৯২১ সালের আদম-সুমারীতে আছে, 'অন্য সম্প্রদায়ের অতি অল্প লোকে এখন মুসলমান হয়, মুসলমানের ভিতর বিধবা-বিবাহ আছে ও বাল্যবিবাহ নাই বলিয়া, তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে।'

৪২ পৃষ্ঠায় অন্তর্জাতীয় বিধবা-বিবাহের তালিকা দেওয়া হইল। বরপণ থাকার দরুণ যে সব জাতির হিন্দু নিজেদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে পারিতেছেন না, তাহারা যেন বিধবাদিগকে হিন্দুর অন্তজাতীয় পুরুষের সহিত সানন্দে ও নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহ দেন। এইরূপ বিবাহ আইনসঙ্গত। ইহাতে বহু অসহায় বিধবার খৃষ্টান, মুসলমান অথবা বেশ্যা হওয়া বন্ধ হইবে। এইরূপ বিবাহে উৎসাহ দিলে হিন্দুর মঙ্গল হইবে।

৬। জাতি হিসাবে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা

বাংলা দেশে চারটি ভিন্ন প্রত্যেক হিন্দুজাতির ভিতর নারীর সংখ্যা কম। ১৯২১ সালের সেন্সাস অনুসারে নীচে হিসাব দেওয়া হইল।

জাতি	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রীর সংখ্যার ন্যূনতা
বাগ্‌দি	৪৪৮,২০২	৪৪৭,১৯৫	১,০০৭
বৈদ্য	৫২,৩৭১	৫০,৫৬০	১,৮১১

জাতি হিসাবে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা

জাতি	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রীর সংখ্যার ন্যূনতা
বারুজীবী	৯৬,৫৩২	৮৯,৩৩৮	৭,১৯৪
ভুঁইমালী	৪১,৭৭৯	৪০,১৭৩	১,৬০৬
ভুইয়া	৩২,৯৭৮	২৬,৪১০	৬,৫৬৮
ব্রাহ্মণ	৭০৯,৮১০	৫৯৯,৭২৯	১১০,০৮১
চামার	৯২,৬৮৫	৫৯,৬৮৭	৩২,৯৯৮
চাষাধোবা	৬,৬৮৭	৬,৩৫৮	৩২৯
ধোবা	১১৮,৮৭৬	১০৮,৫৯২	১০,২৮৪
ডোম	৭৬,০৭৪	৭৪,১৮৯	১,৮৮৫
দোসাদ	২৮,৩১৪	১১,৮০৭	১৬,৫০৭
গন্ধবণিক	৭৫,০৭৬	৬৬,৮১০	৮,২৬৬
গোয়ালা	৩২৩,২২৯	২৬০,৭৪১	৬২,৪৮৮
হাড়ি	৭৫,৬৪৪	৭৩,২০৩	২,৪৪১
যোগী	১৮৬,১৬৬	১৭৯,৭৪৪	৬,৪২২
কাহার	৭৫,৫৪৯	৪৬,৩৪৯	২৯,২০০
মাহিষ্য (চাষী কৈবর্ত্ত)	১১,১৩,৬৫৮	১০,৯৭,০২৬	১৬,৬৩২
আদি কৈবর্ত্ত	১৯৮,২৭৪	১৮৫,৭৭৫	১২,৪৯৯
কলু	৫০,৪৩৫	৪৫,৪৭১	৪,৯৬৪
কর্ম্মকার	১৩৩,৪৯৫	১২৩,৩৯২	১০,১০৩
কাওরা	৫৬,৩৬২	৫৪,২৯০	২,০৭২
কাপালী	৮০,৫৫৯	৭৮,৩০৫	২,২৫৪
কায়স্থ	৬৭৮,৯০৭	৬১৮,৮২৯	৬০,০৭৮
কোচ	৬৭,৬২৮	৬৩,৬৪৫	৩,৯৮৩
কুম্ভকার	১৪৬,৮৩০	১৩৭,৮২৩	৯,০০৭
কুর্ম্মী	১০৩,৫১২	৭৭,৯৩৫	২৫,৫৭৭
লোহার	৩৩,৭৫১	৩১,৩৫২	২,৩৯৯
মাল	৫৯,৩১১	৫৮,২২৬	১,০৮৫
মালী (মালাকর)	৩০,৩৭৭	২৬,৩২৭	৪,০৫০
মালো	১১২,৭৩২	১০৮,৪৬৬	৪,২৬৬

জাতি	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রীর সংখ্যার ন্যূনতা
ময়রা	৬৪,৫০৭	৫৭,০২৭	৭,৪৮০
মুচি	২২৫,৯৪২	১৯১,৬১২	৩৪,৩৩০
মুঁড়া	২০,৭৪১	১৯,৮৩৩	৯০৮
নমঃশূদ্র	১০,১৯,০৫৭	৯,৮৭,২০২	৩১,৮৫৫
নাপিত,	২৩০,৫২১	২১৩,৬৬৭	১৬,৮৫৪
হুনিয়া	৩৬,৯২৯	২১,৮৯৩	১৫,০৩৬
ওরাঁওন	৩৪,৫২৯	৩০,১৪৮	৪,৩৮১
পাটনী	২২,৫৮৮	২১,৩৬৭	১,২২১
পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়	৩০০,০৩৪	২৮৮,৩৬০	১১,৬৭৪
রাজবংশী (ক্ষত্রিয়)	৮৯৭,০৩৫	৮৩০,০৭৬	৬৬,৯৫৯
রাজপুত (ক্ষত্রী)	৮০,৫৩৮	৪৪,৯৭৫	৩৫,৫৬৩
সদ্গোপ	২৭০,২১১	২৬৩,০২৫	৭,১৮৬
সাঁওতাল	৭৯,৮০১	৭৮,৫৮২	১,২১৯
সাহা	১৮৪,১৯০	১৭৫,৫৪১	৮,৬৪৯
সোণার (স্বর্ণকার)	২৫,৭৬৩	২০,৪৮৮	৫,২৭৫
সুবর্ণবণিক	৫৯,৯৭৬	৫৭,১৪৭	২,৮২৯
শুঁড়ি	৪৭,৯০০	৪৪,৫৯২	৩,৩০৮
সূত্রধর	৮৭,৬৭১	৮০,৯০৬	৬,৭৬৫
তাম্বুলী	২৩,২৪৩	২২,৮০২	৪৪১
তন্তুবায় ও তন্ত	১৬৯,৯০১	১৪৯,৭১২	২০,১৮৯
তিলি এবং তেলি	২০৮,১৭৫	১৮৭,৭৫১	২০,৪২৪
তিয়র	৮৯,০০১	৮৬,৭২০	২,২৮১
অন্যান্য	১১,০২,৮১৮	৯১২,৩০০	১৯০,৫১৮
বৈষ্ণব	১৭৪,৪৯৭	২০৩,৬১০	২৯,১১৩
বাউরী	১৫১,৪৩১	১৫১,৩২৩	১৯২
ভূমিজ	৩৯,৪৮৩	৩৯,৭১৩	২৩০
শূদ্র	৪৮,৬৩২	৪৯,৪৬৬	৮৩৪

ভারতে জাতি হিসাবে বিধবা বিবাহের সংখ্যা

৭। ১৯১৫ হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত কিরূপ দ্রুতগতিতে ভারতে বিধবা-বিবাহের সংখ্যা বাড়িয়াছে, তার হিসাব জাতি হিসাবে নীচে দেওয়া হইল। এই সব বিবাহের খোঁজ লাহোরের বিধবা-বিবাহসহায়ক সভা পাইয়াছেন। অন্যান্য সমিতির চেষ্টায় আরও অনেক বিধবা-বিবাহ হইয়াছে।

জাতি	১৯১৪-১৫	১৯১৬	১৯১৭	১৯১৮	১৯১৯	১৯২০	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	মোট
ব্রাহ্মণ	৫	৩	৭	১৫	১৮	৩৫	৩৫	৯৭	১৬৩	৩৩৮	৪৪৭	৫৭৬	১৭৩৮
ক্ষত্রিয়	৪	৬	৯	১২	৩১	৩৮	৬৭	১১২	১৮৩	২৭৩	৫০৮	৪০৫	১৬৪৮
আরোড়া	×	×	২	২	৬	৫১	১০৪	১১০	২৩২	৩৪৭	৫৭০	৬১৩	২০৩৭
আগরওয়ালা	২	২	৪	৭	২৩	৫৩	৩৩	৪১	১০৫	১০৮	১৮০	৩৭৭	৯০৫
কায়স্থ	১	২	২	২	৩	১৩	১০	২০	১৯	৫৬	৭৬	১২৭	৩৩১
রাজপুত	×	×	৩	১	২	১২	১৪	১৬	৬৩	১৪০	২০২	২৮৯	৭৪২
শিখ	×	×	১	×	×	×	১৬	১৯	৬	৪৬	২৫১	২৮৫	৬২৪
বিবিধ	×	×	৩	১	৭	১৮	৩৮	৩৯	১২১	২৯৫	৪২৯	৫০০	১৪৫১
মোট	১২	১৩	৩১	৪০	৯০	২২০	৩১৭	৪৫৩	৮৯২	১৬০৭	২৬৬৩	৩১৭২	৯৫০৬

৮। ১৯২৬ সালের অন্তর্জাতীয় বিধবা-বিবাহের হিসাব।

এই সব বিবাহের বর ও কন্যার জাতি এক নহে

বিবাহকারী পুরুষের জাতি ও সংখ্যা									বিধবার জাতি ও সংখ্যা
ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	অরোড়া	আগরওয়ালা	কায়স্থ	রাজপুত	শিখ	আলুওয়ালিয়া	বিবিধ	
×	২৮	১০	২৩	১	৭	৫	×	৬	ব্রাহ্মণ—৮০
৮	×	১১	৮	×	৫	৮	×	৩	ক্ষত্রিয়—৪৩
২	৮	×	×	২	৩	২	×	২	অরোড়া—১৯
৭	৬	৪	×	২	১	৩	×	×	আগরওয়ালা—২৩
×	৫	২	২	×	×	২	×	২	কায়স্থ—১৩
৭	৩২	২১	৮	×	×	৮	১	৯	রাজপুত—৮৬
৩	×	×	×	×	×	×	×	১	শিখ—৪
২	৪	×	১	১	×	×	×	২	বাঙ্গালী—১০
×	×	১	×	×	×	×	×	×	আলুওয়ালিয়া—৭১
৪	৮	১	৭	×	৫	৪	×	৪২	বিবিধ—১
মোট—৩৩	৯১	৫০	৪৯	৬	২১	৩২	১	৬৭	৩১০

৯। শিশু-বিধবা

তুই কেন মা কাঁদিস্ এত, আমার দিকে চেয়ে ?
আমায় দেখে শিউরে উঠিস, চোখের জলে নেয়ে ?
সকল কথা লুকাস কেন, ধরিস কেন ছল্,
কিসের ব্যথা বাজল বুকে, বলনা মাগো বল্ ?
শ্যামলী গা'য়ের বাছুর সেদিন গেছেই যদি মারা,
তাইতে কি মা ঘরের কোণে কাঁদিস্ অমন ধারা ?
পুঁষিটা হায় ! পালিয়ে গেছে, কাঁদিস্ বুঝি তাই ?
সে বারে সে পালিয়েছিল তুই তো কাঁদিস্ নাই ?
দিদি তো মা শ্বশুর-বাড়ী সেদিন গেল চ'লে,
এই মাসেরি শেষের দিকে আস্‌বে গেছে ব'লে ;
তবে কেন কাঁদিস্ মা তুই সত্যি ক'রে বল্,
দেখলে আমায়, চোখের কোণে আস্‌ছে ভ'রে জল !
আর কেন মা দিস না আমার সিঁদুর সিঁথির পরে ?
লাল পেড়ে ওই নতুন শাড়ী রাখলি তুলে' ঘরে ?
সেদিন মাগো দুপুর বেলায় দিলি না চুল বেঁধে',
হাতের নোয়া খুললি আমার অমন ক'রে কেঁদে।
কালকে মাগো, "বকুল ফুলের" বাসর ঘরের কাছে,
যেতেই মোরে দিলে নাকো, ছুঁয়েই ফেলি পাছে !
বল্‌লে সবাই মুখ খিচিয়ে, "তুই এখানে কেন ?"
হাত ধরে মোর তাড়িয়ে দিলে শেয়াল কুকুর যেন !
"বকুল ফুলের" বিয়ে যে মা, "বকুল ফুলের" বিয়ে,
কেমন ক'রে শেষ হো'ল যে আমায় ফাঁকি দিয়ে !

বিধবা বিবাহ।

মুখ নেড়ে' সব বল্‌লে আমায় "সব বিধবা মেয়ে—"
অলুক্ষণে হাস্‌ছে দেখ, স্বামীর মাথা খেয়ে—"
আমার বিয়ে পড়্‌ছে মনে স্বপন দেখার মত,
সেই যে মাগো বাজ্‌ল সানাই লোকেরি ভিড় কত!
সেই ও-পাড়ার মুক্ত-দিদি সাজিয়ে দিলে মোরে,
অনেক রাতে মালা বদল ঘুমের ঘোরে ঘোরে!
সেই যে মাগো, চিনি নাকো কাদের ছেলে এসে,
পাল্কী চ'ড়ে চল্‌ল নিয়ে আমায় তাদের দেশে;
সব অচেনা লোকের মাঝে কান্না কেবল আসে,
তোরি মাগো, মুখটি শুধু চোখের'পরে ভাসে!
বললি সেদিন সেই ছেলেটি হঠাৎ গেছে মারা;
আছ্‌ড়ে কি তাই পড়লি মাগো কেঁদেই হলি' সারা
তার জন্যে কান্না মা তোর বুঝতে পারি হায়!
আমায় দেখে কাঁদিস কেন সেইটে বোঝা দায়!
সিঁথেয় সিঁদুর না দিলে মা তাই বিধবা হয়?
সিঁদুর যদি দিস্‌ মাগো তুই, তা' হলে তো নয়?
হাতের নোয়া ভাঙলে যদি অলুক্ষণে হই,
পর্‌লে আবার হাতের নোয়া আর বিধবা নই?
অমন ক'রে কাঁদিস্‌ না মা, আমায় চেপে বুকে,
অমন ক'রে চোখের জলে খাস্‌নি চুমু মুখে;
খেল্‌তে আমায় ডাক্‌ছে হুটু পুতুল খেলায় তা'র,
লক্ষ্মীটি মা অমন ক'রে কাঁদিস্‌ নাকো আর!

শ্রীকৃষ্ণধন দে—(প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৩৩)
